দর্শনায় নৌকা প্রতীকের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারনা সভা

আগামী ৭ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হবে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এ নির্বাচনকে ঘিরে শুরু হয়েছে প্রচার প্রচারনা।আজ শুক্রবার সন্ধায় দর্শনা ইসলাম বাজার ফ্রেন্ডস আইডিয়াল ক্লাব চত্তরে নৌকা প্রতিকের পক্ষে প্রচারনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল গফুরের সভাপত্বিতে প্রধান অতিথী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দর্শনা পৌরসভার মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু।

এ সময় তিনি বলেন, উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে হলে শেখ হাসিনা সরকারের কোন বিকল্প নেই। তাই আগামী নির্বাচনে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আওয়ামীলীগ সরকার গঠনে সহায়তা করুন।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দর্শনা পৌর আআওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলী,আওয়ামীলীগ নেতা, জাহিদুল ইসলাম,বিল্লাল হোসেন,মাওঃ ওমর আলী,দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আব্দুল হান্নান ছোট,সহ সম্পাদক আব্দুল মান্নান খান,প্রমুখ।

অনুষ্টানটি উপস্থাপনা করেন, দর্শনা পৌর যুবলীগের সাধারন সম্পাদক শেখ আসলাম আলী তোতা।

আলমডাঙ্গায় একের অধিক নির্বাচনী অফিস নির্মাণে তিন প্রার্থীকে জরিমানা

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে সংসদ নির্বাচনে আচরণ বিধি লঙ্ঘনের অপরাধে তিন প্রার্থীকে সাড়ে ৭ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রামমাণ আদালত।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন নির্বাচনে নিয়োজিত ম্যাজিস্ট্রেট ও আলমডাঙ্গা উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) রেজওয়ানা নাহিদ।

আদালত সূত্রে জানা যায়, আলমডাঙ্গা পৌরসভার বিভিন্নস্থানে নির্বাচনী আচরণ বিধি মানা হচ্ছে কিনা সেটা তদারকিতে মাঠে নামে ভ্রাম্যমাণ আদালত। আওয়ামীলীগের মনোনীত নৌকা প্রতিকের প্রার্থী ও স্বতন্ত্র ঈগল প্রতিকের প্রার্থীর পৌর এলাকায় একের অধিক নির্বাচনি অফিস থাকায় তাদের দুজন কর্মীকে জরিমানা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। নৌকার প্রার্থীর কর্মীকে আড়াই হাজার টাকা ও ঈগল প্রতীক প্রার্থীর কর্মীকে তিন হাজার টাকা জরিমানা করেন। এছাড়া স্বতন্ত্র ফ্রীজ প্রতিকের প্রার্থীকে এম.এ. রাজ্জাক খাঁন রাজের বৈদ্যুতিক ল্যাম্পপোস্টে ভোটের পোস্টার স্থাপন ও মাপের অধিক বড় বিলবোর্ড নির্মাণের জন্য তার কর্মীকেও ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার সময় নির্বাচনে নিয়োজিত ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার ভূমি রেজওয়ানা নাহিদ জানান, নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না। নির্বাচনে সকল প্রার্থীকেই আইন মেনে চলতে হবে। নির্বাচন পর্যন্ত এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

চুয়াডাঙ্গায় ঈগল প্রতীকের প্রার্থীর প্রচার কাজে নিয়োজিত ইজিবাইক চালককে ধারালা অস্ত্রাঘাতে জখম

চুয়াডাঙ্গা শহরের একাডেমী বিদ্যালয়ের মোড়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী দিলীপ কুমার আগরওয়ালার ঈগল প্রতীকের প্রচার কাজে নিয়োজিত ইজিবাইক চালক রুবেল হোসনকে (৩০) ধারালো অস্ত্রাঘাতে জখম করা হয়েছে। আহত রুবলকে রক্তাক্ত অবস্থায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে

ভর্তি করা হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার (২১ ডিসেম্বর) বেলা পৌনে ৩টার দিকে এ ঘটনাটি ঘটে।

চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার বাগানপাড়ার মিনারুল ইসলামের ছেলে ইজিবাইক চালক আহত রুবেল চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী দিলীপ কুমার আগরওয়ালার নির্বাচন প্রচার কাজ নিয়জিত রয়েছে।

আহত রুবলের মামা আসাবুল হক বলেন, এদিন সকালে ঈগল প্রতীকের প্রচার কাজে ব্যবহৃত মেমোরী কার্ড

নিয়ে ওই এলাকার মফিজুরের সঙ্গে রুবলের বাকবিতন্ডা হয়। এরই মধ্যে মফিজুরের ভাগ্নে শাহাদাৎকে বিষয়টি জানায়। তারপর দুপুরে প্রচার চালাতে মাইক নিয়ে একাডেমী বিদ্যালয়ের মোড় গেলে শাহাদাৎ ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাকে কুপিয়ে জখম করে। এরপর স্থানীয়দের সহযোগীতায় তাকে উদ্ধার করে সেখান থেকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে এসে ভর্তি করা হয়।

সদর হাসপাতালের জরুরী বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক সোহরাব হোসন বলেন, আহত রুবলের শরীলের পিঠে ধারালো অস্ত্রাঘাতের জখম হয়েছে। সেই ক্ষতস্থানে সেলাই দিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাকে ভর্তি রাখা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ সেকন্দার আলী বলেন, এটা নির্বাচন কেদ্রীক কোন ঘটনা নয়। দুজনই ইজিবাইক চালক। একটি মেমোরী কার্ড দেওয়া নেওয়াকে কেদ্র করেই আঘাতের ঘটনাটি ঘটেছে। তবে বিচার প্রার্থীর কাছ থেকে গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পাওয়া গেলে সেটার ওপর ভিত্তি করে প্রয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

চুয়াডাঙ্গা-দর্শনা মহাসড়কে বাস-পাওয়ারটিলার মুখোমুখি

সংঘর্ষ, আহত ২

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা-দর্শনা সড়কের লোকনাথপুর ফায়ার সার্ভিসের অদূরে বাস-পাওয়ারটিলার সড়ক দুর্ঘটনায় ২ জন রক্তাক্ত জখম হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৩ টার দিকে এ দৃর্ঘটনা ঘটে।

দুর্ঘটনায় আঘাত পেয়ে রক্তাক্ত জখম হয়েছেন, পাওয়ারটিলার চালক দামুড়হুদা উপজেলার নতিপোতা ইউনিয়নের কালিয়াবকরি গ্রামের মজিবরের ছেলে জহির ইসলাম কটা (৩৩) ও নতিপোতা গ্রামের আশাদুলের ছেলে গরু ব্যবসায়ী রিপন মিয়া (৩৬)।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, জীবননগর উপজেলার শিয়ালমারি পশু হাট থেকে গরু বিক্রি করে বাড়ি ফেরার পথে দর্শনা-দামুড়হুদা সড়কের মাঝে লোকনাথপুর ফায়ার সার্ভিসের কাছে পৌঁছালে বেপরোয়া গতিতে এসে পিছন দিক থেকে ধাক্কা দেয় কার্পাসডাঙ্গা থেকে ছেড়ে আসা ফরিদপুর গামী রেখা পরিবহন। ধাক্কা দেয়ায় পাওয়ারটিলার চালক কটা (৩৫) রাস্তার উপরে ছিটকে পড়ে রক্তাক্ত অবস্থায় বেহুশ হয়ে যায়। তখন তাকে ধরে রাস্তার পাশে নিয়ে সরানোর জন্য গেলে রেখা পরিবহনের বাসটি চলে যাওয়ার চেষ্টা করলে ১ জন গরু ব্যাপারি সামনে যেয়ে হাত উুঁচু করে দাড়ালে তাকে সাইড কাটিয়ে বাসটি সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

তাৎক্ষণিকভাবে পথচারীরা ফায়ার সার্ভিসের অফিসে জানালে সাথে সাথেই তারা গাড়ি নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে আহতদের উদ্ধার করে দামুড়হুদা চিৎলা হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর চালক কটার অবস্থার অবনতি দেখা গেলে তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বাকিরা প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে বর্তমানে নিজ বাড়িতে আছেন। তবে গুরুতর আহত পাওয়ারট্রলির চালক কটার অবস্থা আশংকাজনক।

আলমডাঙ্গার বিভিন্ন এলাকায়

ছেলুন জোয়ার্দ্দারের গণসংযোগ

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের নৌকার মনোনীত প্রার্থী সোলায়মান হক জোয়ার্দার ছেলুন আলমডাঙ্গার বিভিন্ন ইউনিয়নে গনসংযোগ করেছেন।

গতকাল বৃহস্পতিকার তিনি পিটিআই মোড়,কান্তপুর ব্রিজ মোড়, মুন্সিগঞ্জপশুহাট, জেহালা, রোয়াকুলি, বন্ডবিল, রেলস্টেশন এলাকা ও আলমডাঙ্গা পৌর পশুহাট এলাকায় গণ সংযোগ করেন।

গন সংযোগ কালে তিনি বিভিন্ন মানুষের সাথে কুশল বিনিময় করে নৌকায় ভোট প্রার্থনা করেন।

এ সময় তিনি বলেন,আওয়ামীলীগ সরকার উন্নয়নের সরকার,আওয়ামীলীগ যখনই ক্ষমতায় আসে তখনই দেশের উন্নয়ন হয়।বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে গৃহহীন দের গৃহ নির্মাণ করে দিয়েছে।যাদের জমি নেই তাদেরও জমি সহ গৃহ নির্মান করে দিয়েছে।বয়স্ক,বিধবা,প্রতিবন্ধি সহ ৫৩ প্রকারের ভাতা দেওয়া হচ্ছে।গরীব মানুষদের জন্য স্বল্প মুল্যে চাল ডাল, তেল,পেঁয়াজ দিচ্ছে।প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্টানে বিল্ডিং করে দিয়েছে।বছরের শুরুতে শিক্ষার্থীদের মাঝে নতুন বই তুলে দেওয়া হচ্ছে।সন্ত্রাস নির্মুল করার পর মানুষ শান্তিতে ঘুমাতে পারছে।

বিগত সরকার আমলে সন্ত্রাসীদের লালন করা হয়েছিল।কিন্ত বর্তমান সরকার সন্ত্রাস নির্মুল করে যুগান্তকারি পদক্ষেপ নিয়ে মানুষকে সন্ত্রাসীদের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছে।

দেশের এই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত ররাখতে আবারও নৌকায় ভোট দিবেন। গণসংযোগকালে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু মুছা,সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাষ্টার,সাবেক সহ-সভাপতি আলহাজ লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা,সাবেক পৌর সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম,পৌর আওয়ামীলীগের যুগ্ম সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু,কালিদাশপুর ইউনিয়নের সভাপতি জয়নাল আবেদীন,যুবলীগ নেতা হিটু,সৈয়কত খান প্রমুখ।

দর্শনা সীমান্তে গাঁজা ও ভারতীয় ইয়ারগানের বডিসহ গ্রেফতার ২

দর্শনা থানা পুলিশ অস্ত্র ও মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৩ কেজি গাঁজা ও ইয়ারগানের ৮ টি বডি ব্যারেলসহ ২ জনকে গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃত হলো চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের বড়বলদিয়া পশ্চিমপাড়া গ্রামের মৃত হিসাব আলীর ছেলে সোহেল রানা (৩৫)একই গ্রামের মৃত আজিম উদ্দীনের ছেলে জিয়ারুল ইসলাম ওরফে কালো জিয়াকে (৪০),গ্রেফতার করে।

পুলিশ জানায় আজ বৃহস্পতিবার (২১ ডিসেম্বর) রাত পৌনে তিনাটার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে অস্ত্র ও মাদক বিরোধী অভিযান চালায় বড় বলদিয়া গ্রামের দক্ষিন পোতার চৌচালা টিনের বসত ঘরে।

এ সময় দর্শনা থানার এস আই তারেক হাসান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে টিনের ঘরের বসত ঘর থেকে ২ জনের স্বীকারোক্তিতে ৩ কেজি ভারতীয় গাঁজা ও ইয়ারগানের ৮ টি বডি ব্যারেল উদ্ধার করে। এ সব মালামালের আনুমানিক বাজার মৃল্য ১ লাখ ১০ হাজার টাকা।

আজ গ্রেফতারকৃত ২ জনকে অস্ত্র ও মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

জীবননগরে আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক মতবিনিময় সভা

জীবননগর উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নে যৌন হয়রানি (ইভটিজিং,)মাদক, জঙ্গিবাদ, দূর্নীতি প্রতিরোধ,আত্মহত্যার বিরুদ্ধে সচেতনতা

সৃষ্টি, ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১১টার সময় উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়ন পরিষদের আয়োজনে ইউনিয়ন পরিষদের হলরুমে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মনোহরপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন খাঁন সুরোদ্দীনের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিন্ঞ্জার চাকমা।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার হাসিনা মমতাজ, উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি তিথী মিত্র।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন,মাদক যুব সমাজকে ধ্বংস করছে। বর্তমান যুব সমাজকে মাদক মুক্ত করে গড়ে তুলতে হলে খেলাধুলার পাশাপাশি আমাদের সকলকে একত্রে হয়ে কাজ করতে হবে। আত্মহত্যা একটা মহাপাপ। এ থেকে বেরিয়ে আসতে অভিভাবকসহ সকলকে সচেতন হতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের সচেতন করতে হবে। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে আইন শৃঙ্খলা যাতে অবনতি না হয় সেদিকে সকলকে সজাগ থাকতে হবে। আরো বক্তব্য রাখেন মনোহরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল খালেক,সাংবাদিক আকিমুল ইসলাম, ইয়ুথ এ্যাসেম্বিলর সভাপতি মিথুন মাহমুদ, পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক সাজেদুর রহমান প্রমূখ ।অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন জীবননগর উপজেলা লোকমোর্চার সমন্বয়কারী আব্দুল আলীম সজল।

জীবননগরে ভুট্টা ক্ষেত থেকে স্কুল ছাত্রীর লা*শ উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে ২য় শ্রেণির স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণ শেষে গলাকেটে হত্যা করেছে । আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের গোয়ালপাড়া গ্রামের হাড়ভাংগা মাঠ নামক স্হানে ওই ঘটনা ঘটে।

নিহত মরিয়ম খাতুন (১০) উপজেলার গোয়ালপাড়া গ্রামের ইকবাল হোসেনের বড়ো মেয়ে। সে স্থানীয় কিন্ডারগার্টেন স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী ছিল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে নিহত শিশুর বিবস্ত্র মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনার পরপরই চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম এন্ড অপস) নাজিম আল আজাদ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা-জীবননগর সার্কেল) জাকিয়া সুলতানা, ঘটনা স্থল পরিদর্শন করেছেন।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, দুপুরে চার বান্ধবীর সাথে ছাগলের জন্য ঘাষ কাটতে এবং বেতের শাক তুলতে বাড়ির পার্শ্ববর্তী হাড়িভাঙ্গা মাঠে যায় ওই শিশু। এসময় ঘাষ কেটে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে মাঠের একটি ভুট্টা ক্ষেতে নিয়ে তাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে অজ্ঞাত এক যুবক। পরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলাকেটে হত্যা নিশ্চিত করে। ঘটনার সময় ভয়ে পালিয়ে এসে বাড়িতে খবর দেয় তার সতীর্থরা।পরবর্তীতে ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই শিশুর বিবস্ত্র গলাকাটা মরদেহ দেখতে পায় এলাকাবাসী।

মেয়ের চাচী সেলিনা খাতুন বলেন,দুপুরের দিকে মরিয়মসহ আরো ৩/৪জন বাচ্চা গোয়ালপাড়া হাড়ীভাংঙ্গা মাঠে সবজি তুলতে যায়।সেখানে সাথে থাকা তিনজন বাচ্চা পালিয়ে যায় এবং বাড়িতে কান্নাকাটি করে বলে। মরিয়মকে একজন ব্যাক্তি হাসুয়া দেখিয়ে ভুট্টা ক্ষেতের দিকে নিয়ে গেছে। আমরা খবর পেয়ে দ্রুত হাড়িভাংঙ্গা মাঠে পৌঁছিয়ে চারিদিকে খোঁজাখুজি করি। এর পরে আলতাফ ময়রার ছেলে আলী হোসেনের ভুট্টা ক্ষেতের ভিতর উলঙ্গ অবস্হায় মরিয়মের মরাদেহ দেখতে পায়।

চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম এন্ড অপস) নাজিম উদ্দীন আল আজাদ বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে নিহত শিশুর বিবস্ত্র মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ধর্ষককে চিনে ফেলায় ওই শিশুকে গলাকেটে হত্যা করা হতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। নিহত শিশুর মরদেহ ময়না তদন্তের জন্য সুরহাতাল শেষে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হচ্ছে। ময়না তদন্তের পর জানা যাবে শিশুটিকে ধর্ষন করা হয়েছে কি না।ভিকটিমকে ধরতে পুলিশ প্রশাসন মাঠে কাজ করছে।

আলমডাঙ্গায় ঈগল প্রতীকের মিছিল ও পথসভা

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র (ঈগল) প্রতিকের প্রার্থী দিলীপকুমার আগরওয়ালার নির্বাচনি মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার বিকেল সাড়ে ৪ টার দিকে উপজেলা মঞ্চ থেকে ঈগল প্রতিকের মিছিলটি বের শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পৌর এলাকার আলতায়েবা মোড়ে পথসভা করেন। এর আগে, বিকেল ৩ টা থেকে উপজেলা ও পৌর এলাকার বিভিন্ন গ্রাম থেকে স্লোগানে স্লোগানে উপজেলা মঞ্চ প্রাঙ্গণে একত্রিত হয় দিলীপকুমার আগরওয়ালার পক্ষের সাধারণ ভোটারা। স্লোগানে মুখরিত হয়ে পড়ে পুরো শহর। মিছিলে অংশ নেয় শত শত নারীরাও।

এসময় জেলা ও উপজেলা আওয়ামীলীগের অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরাও মিছিলে অংশ নিয় পরে পথসভায় যোগদান করেন । ঘন্টা ব্যাপী পথসভায় আওয়ামীলীগ ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা বক্তব্য রাখেন। দিলীপকুমার আগরওয়ালার ঈগল প্রতিকে বিজয়ের লক্ষ্যে ঐক্যমত প্রশোন করেন নেতা-কর্মীরা ও ভোটারবৃন্দ।

চুয়াডাঙ্গা ১ আসনের সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র ঈগল প্রতিকের প্রার্থী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক উপ-কমিটির সদস্য ও ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক দিলীপকুমার আগরওয়ালা বলেন, আমি আপনাদের সন্তান, আমার নাম দিলীপ। আমার কাছে কোন ধর্ম, জাতির ভেদাভেদ নেই। আগেও ছিল না, এখনো নেই। আমার রক্ত লাল আপনার রক্তও লাল। যখন আমরা জন্মগ্রহণ করি তখন হিন্দু কিংবা

মুসলমান ধর্মের পার্থক্য থাকে না। থাকে না কোন ভেদাভেদ আমার একটাই পরিচয় আমি আপনাদের সন্তান।

তিনি আরো বলেন, আমি এই চুয়াডাঙ্গা জেলায় জন্মগ্রহণ করেছি। আমার বাবা-দাদার সিনেমাহল ব্যবসা থাকার সুবাধে আপনাদের অনেকের সাথেই দীর্ঘদিনের পরিচয়। আলমডাঙ্গার মানুষ যে কষ্টে আছে, উপস্থিত বক্তাদের বক্তব্যে আমি বুঝতে পেরেছি। একটা কথা- আপনাদের ভোট আপনারা দিবেন, যাকে খুশি তাকে দিবেন। যদি আপনারা মনে করেন দিলীপ আপনাদের ভাই কিংবা বন্ধু অথবা সন্তান মনে করেন, তাহলে আগামি ৭

জানুয়ারি ঈগল মার্কায় ভোট দিয়ে বিজয়ী করবেন। আমি যদি আগামি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হতে পারি, তাহলে আলমডাঙ্গার মানুষের সু-চিকিৎসার জন্য আর বাইরের জেলায় যেতে হবে না। শিক্ষার জন্যও এ জেলা তথা আলমডাঙ্গার মানুষ বাইরে লেখাপড়া করতে যেতে হবে না। আলমডাঙ্গাতে গড়ে তোলা হবে উন্নতমানের হাসপাতাল ও ইউভার্সিটি।

দিলীপকুমার আগরওয়ালা বলেন, আলমডাঙ্গার প্রতিটি ইউনিয়নে কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্য সম্মত চিকিৎসা সেবা নেই। আমি আপনাদের সমর্থনে ভোটে নির্বাচিত হই, তবে আলমডাঙ্গা-চুয়াডাঙ্গা স্মার্ট হিসেবে গড়ে তুলবো।

নির্বাচনী মিছিল ও পথসভায় উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি ও পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও সাবেক কেন্দ্রীয় যুবলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য শেখ সামসুল আবেদিন খোকন, সাবেক জেলা আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক আইলহাঁস ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আব্দুল মালেক, সাবেক জেলা আওয়ামীলীগের সদস্য অ্যাডভোকেট শফি, জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ও সাবেক ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কাউসার আহম্মেদ বাবলু, পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি মতিয়ার রহমান ফারুক, ভাইসচেয়ারম্যান ও উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি সালমুন আহম্মেদ ডন, সাবেক খাদেমপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি ও সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল হালিম মন্ডল, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক কাজী রবিউল হক, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সহ-সভাপতি ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আমিরুল ইসলাম মন্টু, ৬ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি রেজাউল হক তবা, কুমারি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ রানা মন্ডল, বেলগাছি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মাহবুবুর রহমান, আলমডাঙ্গা উপজেলা যুবলীগের সাবেক আহবায়ক সাজ্জাদুল ইসলাম স্বপন, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সভানেত্রী আফরোজা পারভিন, উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেত্রী কাজী মারজাহান নিতু, কালিদাসপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান সামিম, খাদেমপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি হাফিজুর রহমান বাবলু। এছাড়াও আলমডাঙ্গা পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি নয়ন সরকার, সাধারণ সম্পাদক কাজী চন্দন, হৃদয়, সজিব, টিটন, সাব্বির, তপু, নিপ্পন,

সাইদ, মিলু, নয়ন, জিবন,রুবেল, জিবন প্রমূখ।

নির্বাচনী আমেজে মেতে উঠেছে চুয়াডাঙ্গা ২ আসনে এমপি প্রার্থীরা

প্রতীক পাওয়ার পর পরই চুয়াডাঙ্গা ২ আসনে নির্বাচনী প্রচারনায় সরগরম হয়ে উঠেছে। পোষ্টার টাংগানো বা ঝুলানোর ধুম পড়েছে সর্বত্র। মাইকিংয়ে মাইকিংয়ে মুখরিত হয়ে উঠেছে চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের হাট-বাজার সহ প্রতিটি গ্রাম। নির্বাচনী গণসংযোগের পাশাপাশি ভোটারদের দ্বারে দ্বারে ছুটে যাচ্ছেন প্রার্থীরা।

চুয়াডাঙ্গা ২ আসনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থী ও স্বতন্ত্র প্রার্থী সহ মোট ৮ জন প্রার্থী নির্বাচনের মাঠে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও প্রচার প্রচরনায় রয়েছেন আওয়ামী লীগ দলীয় নৌকার প্রার্থী বার বার নির্বাচিত সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর,স্বতন্ত্র প্রার্থী দৈনিক সকালের সময়ের সম্পাদক ও প্রকাশক নৃর হাকিম ঈগল মার্কা,স্বতন্ত্র প্রার্থী দৈনিক আমার সংবাদের সম্পাদক ও প্রকাশক ও কেদ্রীয় আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক উপ-কমিটির সদস্য হাশেম রেজা, ট্র্যাক মার্কা,জাতীয় পার্টি প্রার্থী রবিউল ইসলাম লাঙ্গল প্রতীক, ন্যাশনাল পিউপিলস পার্টি মনোনীত ইদ্রিস চৌধুরী পেয়েছেন আম প্রতীক, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (ইনু) দেওয়ান মোহাম্মদ ইয়াছিন উল্লাহ পেয়েছেন মশাল প্রতীক, জাকের পার্টির আব্দুল লতিফ খান পেয়েছেন গোলাপ ফুল,প্রতীক, জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচনে মনোনয়ন ফিরে পেয়েছে বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর্জা শাহারিয়ার মাহমুদ লল্টু,তবে এখনো কি মার্কা হয়েছে জানা যায়নি।তবে তিনি বলেছেন আমার পছন্দের প্রতিক ঢেঁকি দিয়েছি।

তবে বাকী ৪ প্রার্থীদের নির্বাচনের মাঠে দেখা যাচ্ছেনা। প্রচার প্রচরনায় একেবারেই মাঠে দেখা যাচ্ছে না। এদের মধ্যে রয়েছেন জাতীয় পার্টির লাঙ্গল প্রতীকের প্রার্থী রবিউল হক,ন্যাশনাল পিউপিলস পার্টি মনোনীত ইদ্রিস চৌধুরী, দেওয়ান মোহাম্মদ ইয়াছিন উল্লাহ

মশাল প্রতীকের মাঠে দেখা যাচ্ছে না।তার সাথে জাকের পার্টির আব্দুল লতিফ খান যুবরাজেরও মাঠে দেখা যাচ্ছে না।তবে নির্বাচন সুষ্ঠু হলে কে জিতবে তা নিয়ে চলছে চুল চেরা বিশ্লেষণ। নির্বাচনের আগে কোন সংসহিতা না হয় সেজন্য মাঠে পুলিশ – বিজিবি বেশ সতর্ক অবস্থানে আছে।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটের দিন যত ঘনিয়ে আসবে প্রার্থীরা ততই প্রচার প্রচারনা ও নিজেদের পক্ষে ভোট প্রার্থনায় ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। তবে কে হবেন চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের সংসদ সদস্য তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে ৭ই জানুয়ারী পর্যন্ত।